



49884 - শাবান মাসের দ্বিতীয় অর্ধাংশে রমযানের কাযা রোযা পালনে কোন অসুবিধা নহে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: রমযান মাসে গর্ভধারণ ও প্রসব করার কারণে আমার বশে কিছু রমযানের রোযা কাযা ছিল। আলহামদুলিল্লাহ; আমি সেরোযাগুলো কাযা পালন করছি; তবে অবশিষ্ট সাতদিন ছাড়া। এ সাতটি রোযার মধ্যে তিনটি শাবান মাসের অর্ধকে অতিবাহতি হওয়ার পর পালন করছি। রমযানের আগেরই আমি বাকী রোযাগুলোও পালন করতে চাই। আপনাদের ওয়েব সাইটে আমি পড়ছি যে, ঐ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য শাবান মাসের দ্বিতীয় অর্ধাংশে রোযা রাখা জায়যে নহে; যে ব্যক্তির অভ্যাসগত রোযার মধ্যে এদিনগুলো পড়ে। আপনারা আমাকে জানাবেন (আল্লাহ আপনাদেরকে জ্ঞান দান করুন), আমার যে রোযাগুলো অবশিষ্ট আছে আমি কি এখন সে রোযাগুলো রাখব? যদি জিবাব না-বোধক হয়; তাহলে আমি যে তিনদিন রোযা রেখেছি সে তিনটি রোযার কি হবে? সেগুলো কি দ্বিতীয়বার কাযা করতে হবে; নাকি কাযা করতে হবে না?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, “শাবান মাসের অর্ধকে পার হলে তোমরা রোযা রেখে না।” [সুনানে আবু দাউদ (৩২৩৭), সুনানে তিরমিযি (৭৩৮) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (১৬৫১), আলবানি সহি তিরমিযি গ্রন্থে হাদিসটিকে সহি আখ্যায়তি করছেন]

এ নষিধোজ্জাওয়ার বাহরিতে থাকবে:

১. কোন ব্যক্তির অভ্যাসগত রোযা। যমেন- জনকে ব্যক্তি প্রতি সোমবার ও বুধপতবারে রোযা রেখে থাকেন। তিনি তাঁর এ রোযাগুলো অব্যাহত রাখবেন; এমনকি সেটা যদি শাবান মাসের অর্ধকে অতিবাহতি হওয়ার পরে হয় তবুও। এর দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তোমাদের কেউ রমযানের একদিন কিংবা দুইদিন আগে রোযা রাখবে না। তবে, কেউ যদি কোন রোযা রেখে এসে থাকে তাহলে সে ব্যক্তি সে রোযা রাখতে পারে।” [সহি বুখারী (১৯১৪) ও সহি মুসলিম (১০৮২)]

২. যে ব্যক্তি শাবান মাসের অর্ধকে পূর্ণ হওয়ার আগ থেকেই রোযা রেখে আসে এবং অর্ধকের পরেও লাগাতার রোযা রেখে যায় তাহলে সে ব্যক্তিও এ নষিধোজ্জাওয়ার অধীনে পড়বে না। এর দলিল হচ্ছে- আয়শো (রাঃ) এর বাণী: “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোট্টা শাবান মাস রোযা রাখতেন। অল্প কয়টি দিন ছাড়া বাকী শাবান মাস রোযা রাখতেন।” [সহি বুখারী



(১৯৭০) ও সহহি মুসলিমি (১১৫৬) হাদিসেরে ভাষ্য ইমাম মুসলিমিরে]

ইমাম নববী বলনে:

আয়শোর বাণী: “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটো শাবান মাস রোযা রাখতনে। অল্প কয়টি দিনি ছাড়া বাকী শাবান মাস রোযা রাখতনে।” দ্বিতীয় কথাটি প্রথম কথাটির ব্যাখ্যাস্বরূপ। তিনি যি বলছেন ‘গোটো’ শাবান মাস এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছ- ‘অধিকাংশ’ শাবান মাস।

এ হাদিসটি প্রমাণ করে যে, শাবান মাসেরে অর্ধকে অতবাহতি হওয়ার পরও রোযা রাখা জায়যে; তবে যে ব্যক্তি অর্ধকেরে আগে থেকেই রোযা চালিয়ে আসবে তার জন্য।

৩. অনুপভাবে এ নষিধোজ্জ্গর বাহরিরে থাকবে রমযান মাসেরে কাযা রোযা।

ইমাম নববী (রহঃ) তাঁর ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে (৬/৩৯৯) বলনে:

আমাদেরে মাযহাবেরে আলমেগণ বলনে: রমযান মাসেরে অব্যবহতি পূর্ববে ইয়াওমুশ শাক্ক বা সন্দহেরে দিনি রোযা রাখা সহহি নয়; এ ব্যাপারে দ্বিমিত নহে। তবে কেউ যদি কাযা রোযা, কথিবা মানতেরে রোযা কথিবা কাফফারার রোযা রাখে তাহলে জায়যে হবে। কেননা, এ দিনে কারণ সম্বলতি নফল রোযা রাখা যদি জায়যে হয়; তাহলে ফরজ রোযা রাখা জায়যে হওয়া অধিক উপযুক্ত। কেননা, সে ব্যক্তির উপর যদি রমযানেরে শুধু একটি রোযা কাযা থাকে তাহলে সেটো কাযা পালন করা তার উপর ফরযে আইন বা সুন্নিদিস্টি ফরজ হয়ে যায়। যহেতে কাযা পালন করার সময় একবোরেরে সংকীরণ হয়ে গছে।[সমাপ্ত]

সন্দহেরে দিনি হচ্ছ- শাবান মাসেরে ত্রিশি তারখি; যদি মঘেরে কারণে কথিবা ধুলির কারণে কথিবা এ জাতীয় অন্যকোন কারণে এইদিনি চাঁদ দেখা না যায়। এ দিনকে এজন্য সন্দহেরে দিনি বলা হয় যহেতে এ দিনটি কি শাবান মাসেরে শেষে দিনি; নাকি রমযান মাসেরে প্রথম দিনি এ বিষয়টি সন্দহেপূরণ।

উত্তরেরে সারাংশ হচ্ছ-

শাবান মাসেরে দ্বিতীয় অর্ধাংশে রমযানেরে কাযা রোযা রাখতে কোন অসুবিধা নহে। শাবান মাসেরে অর্ধকে অতবাহতি হয়ে গেলে রোযা না রাখার যি নষিধোজ্জ্গর সেই নষিধোজ্জ্গর এই রোযাকেরে অন্তর্ভুক্ত করবে না।

অতএব, আপনার তনিনদিনি রোযা রাখা সহহি এবং রমযান মাস শুরু হওয়ার আগে বাকী দিনগুলোর কাযা রোযা পালন করা আপনার উপর কর্তব্য।

আল্লাহই ভাল জাননে।